তারাশঙ্করের

কালিন্দী

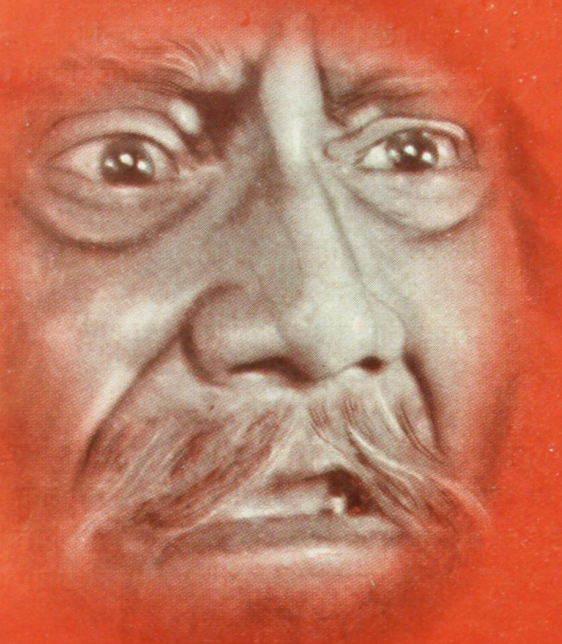

পরিচালনা • নরেশ মিত্র

দীপশিখা লিমিটেডের অনন্যসাধারণ চিত্রোপহার

কা লি ন দী

কাহিনী ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ নরেশ মিত্র
প্রযোজনা ঃ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত

সঙ্গীত পরিচালনা :	রবি রায় চৌধুরী	তত্ত্বাবধায়ক :	অশোক সর্বাধিকারী
আলোক-চিত্র-শিল্পী :	বিশু চক্রবর্ত্তী	গীত রচনা :	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শব্দ-যন্ত্রী :	.... জে. ডি. ইরাণী	নৃত্য পরিচালনা :	অতীনলাল
সম্পাদনা :	.... রবীন দাস	শিল্প নির্দেশক :	সুনীল সরকার
রূপসজ্জা :	.... শৈলেন গাঙ্গুলী	আবহ সঙ্গীত :	ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা
কারু-শিল্পী :	.... জিতেন পাল	ব্যবস্থাপক :	.... কৈলাস্ বাগ্‌চী
স্থির চিত্র :	ষ্টিল ফটো সার্ভিস্	সাজসজ্জা :	বি. দাস য়্যাণ্ড কোং
আলোক সম্পাত :	.... মণ্টু সিংহ	পট শিল্পী :	.... কবি দাশগুপ্ত

প্রচার পরিচালনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

• সহকারিবৃন্দ •

পরিচালনায় ঃ দিলীপ দে চৌধুরী ও বিশু দাশগুপ্ত ★ আলোকচিত্রে : কে. এ. রেজা ও নির্মল মল্লিক ★ শব্দযন্ত্রে : সন্তু বসু ★ সম্পাদনায় : অনিল সরকার ★ রূপসজ্জায় : নিতাই, অনাথ, নৃপেন ★ শিল্প নির্দেশে : রবীন দত্ত ★ ব্যবস্থাপনায় : পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী ও মদন মোহন খাঁ ★ আলোক সম্পাতে ঃ অনিল, তারাপদ, সুখরঞ্জন

• রূপায়ণে •

নরেশ মিত্র, অমর বসু, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, কালী সরকার, নির্মলকুমার, দীপক মুখার্জি, বীরেশ্বর সেন, সরযূবালা, মলিনা, দীপ্তি রায়, অনুভা গুপ্তা, সবিতা চ্যাটার্জি, নিভাননী, কালী ব্যানার্জি, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রেমাংশু বসু, গোকুল মুখার্জি, দেবেন ব্যানার্জি, শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত, মনি শ্রীমানি, ধীরাজ দাস, জয়নারায়ণ মুখার্জি, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, প্রীতি মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য্য ও আরও শতাধিক শিল্পী

• নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ঃ উৎপলা সেন ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায় •

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীভস শব্দযন্ত্রে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ-এ পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক ঃ শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স লিঃ

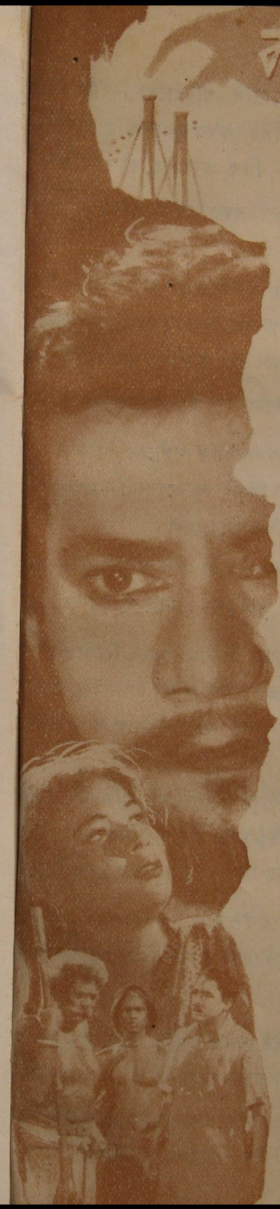

রায় হাটের চক্রবর্ত্তীদের সঙ্গে রায়েদের শত্রুতা পুরুষানুক্রমিক।—

মাঝে এই বিরোধকে মিটিয়ে ছিলেন ইন্দ্র রায়ের বাবা তেজচন্দ্র রায়—তার মায়ের অনুরোধে নিজের মেয়ে রাধারাণীর সঙ্গে পিতৃমাতৃহীন রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বিয়ে দিয়ে। কিন্তু সে সেতুও বেশী দিন টিক্‌লোনা।

রাধারাণী প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে দাদা ও বৌ'দি হেমাঙ্গিনীর কাছে গিয়ে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচতেন।

এক বর্ষার সন্ধ্যায়, রামেশ্বর এসে রাধারাণীকে তার পিস্‌তুতো ভাই-এর সঙ্গে এক বিছানায় বসে হাস্য-পরিহাস ক'রতে দেখে সন্দেহের বিষে জর্জরিত হ'য়ে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

তার কয়েক মাস পরেই রাধারাণীর একটি পুত্র-সন্তান হয়—কিন্তু তার গায়ের রং এই অগ্নিবর্ণ চক্রবর্ত্তী বংশের সম্পূর্ণ বিপরীত। অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়ান রামেশ্বর।.... ষষ্ঠীপূজার দিন ছেলেটিকে দোলনায় শুয়ে থাকতে দেখা যায় মৃত অবস্থায়। রাধারাণী একবার স্বামীর দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্বামীর গৃহ ছেড়ে চলে যায়। সেই থেকে সে নিরুদ্দেশ।—পরের দিন রামেশ্বরও চলে গেলেন কাশীতে, তাঁর গুরুভায়ের আশ্রমে।

ইন্দ্র রায়ের সন্দেহ হ'ল ছেলেটাকে রামেশ্বরই খুন ক'রেছে, আর রাধারাণীর এই অন্তর্ধানের মূলেও

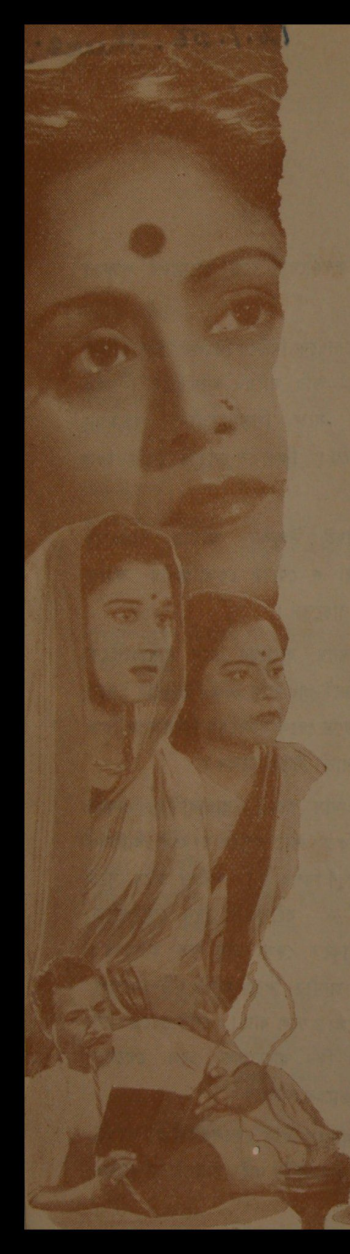

আছে রামেশ্বর। ফলে, দু'ই পরিবারের নির্বাপিত বিরোধ আবার দপ ক'রে জ্বলে উঠলো। মিথ্যা মামলার পর মামলায় ইন্দ্র রায় অতিষ্ঠ ক'রে তুল্লেন রামেশ্বরকে। জমিদারী যায় যায় এমন অবস্থা। উপায়ন্তর না দেখে রামেশ্বর ফিরে এলেন। কিন্তু একা নয়, স্ত্রী সুনীতিকে নিয়ে।

তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেটে গেছে। সুনীতি আজ মহীন ও অহীন, দুই উপযুক্ত পুত্রের জননী। রামেশ্বর ব্যাধিগ্রস্থ :

এই পঁচিশ বছরে বালি জমে জমে কালিন্দীর ওপারে এক চর উঠেছিলো। একদল সাঁওতাল সেখানে দিব্যি ঘর বেঁধে সোণা ফলাচ্ছিলো সেখানকার মাটিতে। সাঁওতালদের দেখাদেখি গ্রাম্য চাষীদেরও এখন নজর পড়েছে সেখানে। তারা এসে সুনীতি আর অহীনকে ধর্‌লো ঐ চরের খানিকটা ক'রে জমির জন্য :

কিন্তু চরের মালিকানা নিয়ে ইন্দ্র রায় প্রতিবাদ তুল্লেন। ফলে, সাঁওতালদের ওপর অত্যাচারের উপক্রম হল।

সাঁওতাল সর্দ্দার কমল মাঝি অহীনের কাছে তাদের আর্জি পেশ ক'র্‌লো। জানালো : 'রাঙাবাবু'-র (অহীন) অনুমতি না নিয়ে তারা কিছুই ক'রবে না।... মশাল জ্বালিয়ে, দলবল নিয়ে সাঁওতালরা মহা সমারোহে অহীনকে রাত্রি বেলায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল।

মহীন কিন্তু দারুণ হৈ চৈ বাঁধিয়ে তুল্‌লো। বল্‌লো : ও চর আমাদের, আমি দখল নেবো, তাতে যা হবার হবে। .... ইন্দ্র রায়ও জানালেন : মাটি বাপের নয়, দাপের।

মহীন সেদিন চরে শিকার কর্‌তে গিয়েছে। ননী পাল নামে ইন্দ্র রায়ের এক দুদান্ত বদরাগী প্রজা ইন্দ্র রায়ের-দেওয়া তার পঞ্চাশ বিঘা জমির দখল নিতে গেলো চরে। কথায় কথায় ননী অপমান ক'রে বস্‌লো মহীনের বড়-মা রাধারাণীকে, আর মহীনও সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে দিলো বন্দুক....বিচারে মহীনের যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হ'য়ে গেল।

আদালতের উকিলের সওয়ালের প্রতিবাদে রাধারাণী সম্পর্কে যে অকপট শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়ে গেল মহীন, তাতে ইন্দ্র রায়ের উঁচু মাথা অনেকখানিই আজ হেঁট হ'য়ে গেছে। তারই বোনের মান বাঁচাবার জন্য ঐ বাচ্চা ছেলেটা আজ কলঙ্কের তিলক মাথায় পরে মাথা উঁচু ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল!

এর পর চর নিয়ে ইন্দ্র রায় নিজেও আর কোন দাবী কর্‌লেন না, অন্য কাউকেও দাবী করার সুযোগ দিলেন না—ওটা সবই চক্রবর্ত্তীদেরই। ঐ চর থেকে চক্রবর্ত্তীদের যাতে আরও বেশী আয় হয়, ইন্দ্র রায় তার ব্যবস্থার জন্য উঠে পড়ে লাগ্‌লেন।

শুধু তাই নয়, ইষ্ট দেবীর সম্মতি নিয়ে, ইন্দ্র রায় আজ পঁচিশ বছর পরে ছুটে গেলেন রামেশ্বরের কাছে মাজনা আর আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌তে—অহীনের হাতে তুলে দিতে চাইলেন তার একমাত্র কন্যা উমাকে।

বিদ্যুৎ পৃষ্টের মত চম্‌কে ওঠেন রামেশ্বর কথাটা শুনে। তাঁর সন্তানের দেহে যে তারই রক্ত!—ইন্দ্রের মেয়ে যে শাপভ্রষ্টা স্বর্গের কন্যা উমা—তাদের এ অভিশপ্ত বংশে—!

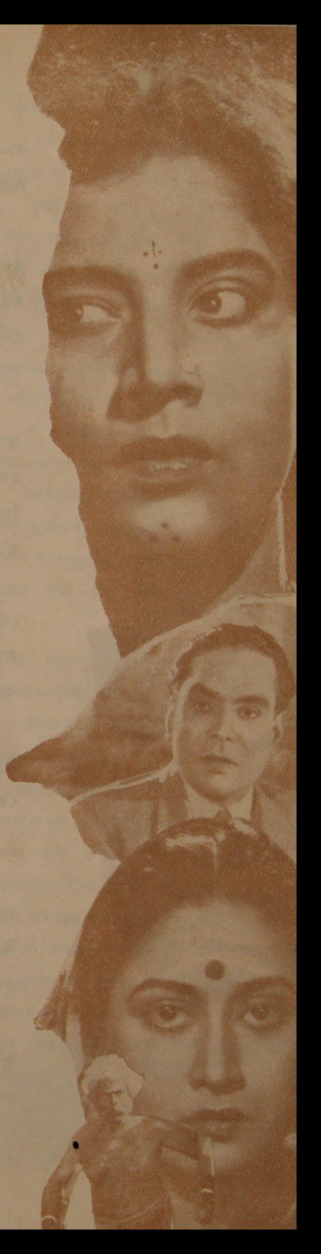

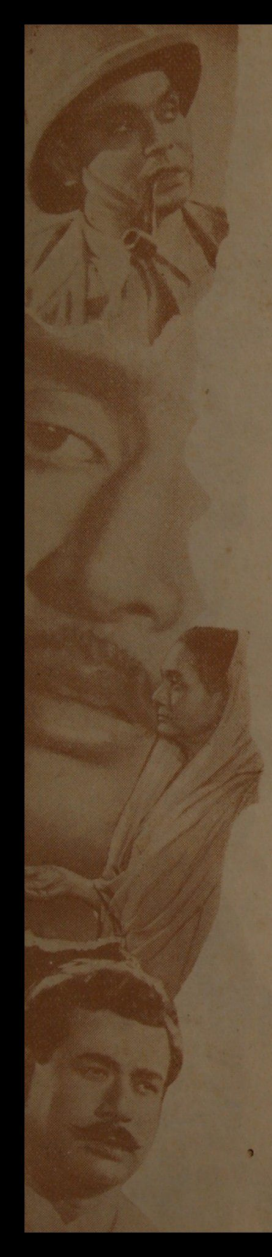

কিন্তু রামেশ্বরের কোন ওজর আপত্তিই টিক্‌লো না—হেমাঙ্গিনী ও ইন্দ্রের যুক্তির কাছে। অহীনের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল উমার।

চরের ওপর চিনির কল বসাচ্ছেন মুখার্জি সাহেব। মুখার্জি সাহেব গোটা চরটাই দখল করতে চাইছেন, ধীরে ধীরে—এ খবরটা ইন্দ্র রায়ের কাছে গোপন নেই। ভেতরে ভেতরে রুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লেন তিনি মুখার্জি সাহেবের ওপর।

কমল মাঝির সেই জোয়ান নাত্‌নী সারি মেয়েটা কাজ করতো মুখার্জি সাহেবের বাংলোতে। একদিন মুখার্জি তাকে খুব খানিকটা বিলিতি মদ খাইয়ে দিলো। মদ খেয়ে মেয়েটা সাহেবের ঘরেই বেহুঁস হ'য়ে পড়েছিলো।

রাতের অন্ধকারে মশাল জ্বেলে সাঁওতালরা দল বেঁধে সারিকে খুঁজতে এলো বাংলোয়। মুখার্জি সাহেব চাবুক নিয়ে তেড়ে গেল তাদের মারতে। বল্‌লো: সারি ইধার নেহি হ্যায়।

পরের দিন অহীনের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে সাঁওতালরা: সারিকে সাহেব বাংলোয় আট্‌কে রেখেছে, তুই তাকে ফিরিয়ে এনে দে রাঙাবাবু!

সাঁওতালদের নিয়ে অহীন ছুটে যায় চরে।

ওদিকে আবার চর দখল করার জন্য বাগ্দী লাঠিয়ালরাও জমায়েৎ হ'য়েছে ইন্দ্র রায়ের বাড়ীর উঠোনে। .... মিলের চার পাশেও বসে গেছে বন্দুক হাতে কড়া পাহারা।

ক্ষেপে-যাওয়া সাঁওতালদের হুঙ্কার আর উন্মত্ত লাঠিয়ালদের গগনভেদী চিৎকারের মাঝে বার বার বেজে ওঠে মিলের সাইরেণের আওয়াজ।

রামেশ্বর আর্তনাদ ক'রে ওঠেন সেই শব্দে। তারপর...............

সঙ্গীতাংশ

(১)

ভাঙ্গা আর গড়া এই নিয়ে শুধু
বিধাতা যে খেলা করে
অন্ধ হৃদয় বোঝেনা তো তবু
ভাঙ্গা যে গড়ারই তরে।

ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া তরুটির এক পাশে
নব অঙ্কুরে নতুন জীবন আসে
প্রলয়ের মাঝে সৃষ্টির বাঁশী
চিরদিন সুর ধরে।
কারো চোখে ওই আলো নিভে আসে
আঁখি মেলে কেউ চায়
এক জনমের ব্যর্থ সাধনা যতো
পূর্ণতা খুঁজে পায়।
আলো আর ছায়া জেগে রয় পাশাপাশি
একদিকে ওই অশ্রু-বেদনা
আরেক প্রান্তে হাসি
এই পাড় ভেঙ্গে কাল-কালিন্দী
ওই কূল তার গড়ে।

(২)

রাঙাঠাকুরের লাতি রাঙাবাবু আইলি হাম্‌দের ঘরো
ও তুই, আইলি হাম্‌দের ঘরো
তুর, হাইতে দিলাম্ রাঙা ফুল রে,
তুর, রূপ দেইখ্যে সি ফুল লাজে মরো।
আইলি হাম্‌দের ঘরো।
বই্‌লবো না আর তুরে রাজাবাবু
তু হাম্‌দের রাঙাবাবু রে রাঙাবাবু
তুর দয়াতে বাঁইধাছি ঘর কালিন্দীরই চরো।
হাম্‌রা সবাই পরাণ দিব তুমার তরো।
আইলি হাম্‌দের ঘরো।

(৩)

মাদল বাজা—রাজা, মাদল বাজা
হেই, দাদড় ধাপুং, দাদড় ধাপুং হে-এ-এ-আ--
জোড়া গাছের গোড়াটো আজ
ফুলে ফুলে সাজা।
মাদল বাজা—রাজা, মাদল বাজা।
ছরর, দেড়ের ধাপুং, দেড়ের ধাপুং—বাজর বাজর
ধান কুপু কুপ—দেয় কুপু কুপ্ গিজর
গিজর ধিন্‌তা ধিতাং
আঘো-আঘো-আঘো-আঘো।
নেক্‌না বাবা দয়া কর
দে, হাম্‌দেরই বর
ঝরা--খরা দূর কর
ক্ষেত-খামার ধানে ভর
রুয়া পরবে—ই, খুশীর গরবে
তুমার থানে মুরগেরই রক্ত দিব তাজা।
মাদল বাজা—রাজা, মাদল বাজা।

(৪)

জংলা পথ্যে কাল আন্ধার ছায় রে।
সি কালনাগিনী মতন শুধু
ছোবল মার্‌্যে গায় রে।
হামার গা ছম্‌ছম্ করো
চই্‌লতে লাগে ডর
জুন্‌পুকি তুই পিদিম তুই্‌লে ধর
বিষধর বাঘা হুঁড়াল অঙ্গ শুক্যে যায় রে।
মেঘের ফাঁকে চান্দা যে ওই উই্‌ঠলো
নিঝুম রাই্‌তেও রাঙ্গা কুসুম ফুই্‌টলো
তার গন্ধে হামায় ই কুন্ নেশায়
মাতাল করো হায় রে।
তুই হামার পরাণ ঠাকুর ও রাঙ্গা চান্দ রে
তুকে দেখ্যেই মিটাই হামি মনের সাধ রে।
টুকুন চাইয়্যা থাইকা ও চান্দ হামার
মুখের পানে গো
ধরি তুমার পায় রে।

আমাদের পরবর্ত্তী নিবেদন

প্রভাত প্রডাক্‌সন্সের

দীপশিখা লিমিটেডের পরবর্ত্তী নিবেদন

রহস্য-রোমাঞ্চের বিচিত্র সমাবেশ

অলৌকিক

পরিচালনা · নরেশ মিত্র

একমাত্র পরিবেশক · শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স লিঃ

পরিবেশক শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুবিলী প্রেস্ কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।